৭

তারের কাগজ

তারিখ 11 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

৬ লাখ মানুষ উদ্ভাসিত হবে শিক্ষার আলোয়

রাজশাহীতে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন সন্দীপন এখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে

আনু মোস্তফা : রাজশাহী জেলার ছয় লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষরজ্ঞান করে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত বিশেষ গণশিক্ষা কর্মসূচি 'সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন সন্দীপনের' দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ পুরোদমে চলছে। পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সন্দীপন এখন সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। অনেকটা স্বেচ্ছাশ্রমে বাস্তবায়নাধীন সন্দীপন কর্মসূচির লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমানে রাজশাহীর গ্রাম, গঞ্জ, শহরে শিক্ষার মেলা বসেছে। হাজার হাজার নিরক্ষর লোক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে বই-স্লেট হাতে ছুটে যাচ্ছে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়ার আশায়। এই উদ্যোগের শেষ পর্যায়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য জেলাব্যাপী স্বেচ্ছাসেবীরাও তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সকলেরই আশা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা নিরক্ষর মুক্ত হবে। খুঁজে পাবে আলাদা পরিচিতি।

সামগ্রিক মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজশাহী জেলায় ১৯৯৬ সালের জুলাই মাস থেকে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন সন্দীপনের যাত্রা। '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা'— এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই জেলার ৭০ শতাংশ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর বাকি অংশকে অক্ষরজ্ঞান দানের জন্য গণশিক্ষা কর্মসূচি সন্দীপনের পুরো কাঠামো বিন্যস্ত হয়। লালমনিরহাট জেলার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ওই জেলার সাবেক ও বর্তমানে রাজশাহীর জেলা প্রশাসক কাজী ফরিদ আহাম্মদ সন্দীপনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দুই পর্যায়ের কাজের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয় ২২ কোটি টাকা। প্রথমে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় রাজশাহীর শিক্ষার হারকে ৬২ শতাংশে উন্নীত করার। জেলার নয়টি থানা, দুটি পৌরসভা ও একটি সিটি কর্পোরেশনকে কয়েক হাজার ব্লকে ভাগ করে সুপারভাইজার। প্রতিটি ইউনিয়নে কেন্দ্র শিক্ষক নিয়োগ করে সম্মানীর ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে গত বছর জুলাই মাসে এবং বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছয় লাখ ৩৫ হাজার নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দানের কার্যক্রম চলবে আরো চার মাস। সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে গণশিক্ষার এই বিশাল কর্মযজ্ঞ এখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে বলে জেলা প্রশাসক কাজী ফরিদ আহাম্মদ জানান।

'সন্দীপন' নিয়ে রাজশাহীর মানুষের সংশয় ও দোদুল্যমানতা এক সময় উদ্যোক্তাদেরও ভাবিয়েছে। তবে সেটা কেটে গেছে প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের মাধ্যমে। দ্বিতীয় পর্যায় নিয়েও উদ্যোক্তারা বেশ আশাবাদী। তাদের মতে, আর চার মাস পরই রাজশাহী হবে বাংলাদেশের অন্যতম শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল।

এ প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক কাজী ফরিদ আহাম্মদ বলেন, রমজান মাসেও ইউপি নির্বাচনের জন্য সন্দীপন আন্দোলনে কিছুটা গতিহীনতা আসে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, স্বেচ্ছাসেবী এবং জেলার বিরাট জনগোষ্ঠী ইউপি নির্বাচনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এতে সাময়িকভাবে গণশিক্ষার কাজে স্থবিরতা আসে। বর্তমানে সেটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে বলে সন্দীপন চেয়ারম্যান জানান।

সন্দীপন সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ইউনিয়নে ইউনিয়নে চলছে উদ্বুদ্ধকরণ ও অবহিতকরণ সভা। প্রতিটি সভায় সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি ও সহযোগিতা শিক্ষা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ প্রসঙ্গে সন্দীপনের অন্যতম কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট আবদুস সালাম বলেন, একটি জেলাকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে রাজশাহীর প্রশাসনিক কর্মকর্তা থেকে শুরু করে আইনজীবী শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্র, যুবকরা নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই প্রচেষ্টার সাফল্য হিসেবে রাজশাহীর সাত লাখ মানুষ শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হবে। শিক্ষার মতো সামাজিক আন্দোলনে এটাই হবে বাংলাদেশের প্রথম সাফল্য।